সংবাদ

তারিখ 21 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৮ শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে ঋণ তুললেন সহ. প্র. শিক্ষক!

প্রতিনিধি, কলারোয়া (সাতক্ষীরা)

কলারোয়া জিকেএমকে পাইলট হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রকীবের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকসহ ৮ শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সীল জালিয়াতি করে ঋণ উত্তোলন করার অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গত সোমবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রব, সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান,মনিরুজ্জামান,জাহিদ হোসেন,আব্দুর রব মাসুম,তপন কুমার ঘোষ, শেখ আশরাফুল কবীর ও পিউন বিলাল হোসেন বাদী হয়ে কলারোয়া থানায় তার বিরুদ্ধে পৃথকভাবে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী প্রধান শিক্ষক আবদুর রব জানান, তার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উপজেলার কাঁদপুর গ্রামের মৃত ছানাউল্লাহ'র ছেলে আব্দুর রকীব, তার স্কুল পরিচালনা পরিষদের সাবেক সভাপতি উপজেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লান্টুর স্বাক্ষর ও সীল নকল করে তাদের জামিনদার সাজিয়ে বিগত ২২/১১/১৫ ইং তারিখে ইসলামী ব্যাংক কলারোয়া শাখা হতে নিজ নামে দুই লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে। যা গত ২৬/৪/১৭ ইং তারিখে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিলে তিনি ও সাবেক সভাপতি জানতে পারেন। অভিযোগকারী সহকারী শিক্ষক আব্দুর রব মাসুম জানান, তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জামিনদার সাজিয়ে ওই সহকারী প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী কামরুন্নাহার নামে ১৪/৬/২০১১ইং তারিখে রূপালী ব্যাংক শাখা হতে ২ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে। তিনি আরো জানান, তার নিকট হতে ওই সহকারী প্রধান শিক্ষক নগদ ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ধার নিয়ে আজও দেয় নাই।

অভিযোগকারী সহকারী শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান জানান, তার স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জামিনদার সাজিয়ে ওই সহকারী প্রধান শিক্ষক তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ফাতিমা খাতুনের নামে একই তারিখে রূপালী ব্যাংক কলারোয়া শাখা হতে ২ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে।

অভিযোগকারী শিক্ষক তপন কুমার ঘোষ ও জাহিদ হোসেন যথাক্রমে জানান, তাদের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে জামিনদার সাজিয়ে ওই সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রকীব কাঁদপুর গ্রামের জনৈক সাহেব আলী এবং শাহাবুদ্দীনের নামে ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে ২ লক্ষ টাকা করে মোট ৪ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে নিজ আত্মসাৎ করে। অথচ ঋণ গ্রহীতা ও তারা দুই জন জামানদাতা আদৌ জানেনা।

কলারোয়া

অভিযোগকারী শিক্ষক মনিরুজ্জামান ও পিওন বিলাল হোসেন জানান, ওই সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে তাদের দুই জনের স্বাক্ষর জোরপূর্বক করিয়ে নিয়ে কলারোয়া রূপালী ব্যাংক শাখা থেকে বিলালের নামে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ও শিক্ষক মনিরুজ্জামানের নামে সাতক্ষীরা সদরের ঝাউডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক হতে ১ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে নেয়। যা ৩১/১২/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে ঋন পরিশোধ করে দেবে বলে গত ২৭/৭/২০১৫ তারিখে অত্র বিদ্যায়য়ের ৩৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী স্বাক্ষরিত রেজুলেশন করা হয়। অথচ আজও পর্যন্ত ওই পিওন ও শিক্ষকের টাকা পরিশোধ করেননি।

শিক্ষক আশরাফুজ্জামান জানান,তার নিকট থেকে বিগত ২০১২ সালে ওই সহকারী প্রধান শিক্ষক ২ লক্ষ টাকা ধার নেয়। এখনও পর্যন্ত তার ৩০ হাজার টাকা পাওনা আছে। যা ৩১/৮/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবে বলে অত্র বিদ্যালয়ে ৩৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী স্বাক্ষরিত রেজুলেশন করা হয়। অথচ আজও পর্যন্ত তিনি সেই ৩০ হাজার টাকা পরিশোধ করেননি।

বর্তমানে অভিযোগকারী শিক্ষকদের ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ খেলাপী দেখিয়ে নোটিশ জারি করায় তারা জানতে পারেন এবং ওই সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কলারোয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুর রকীব জানান,তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রধান শিক্ষক তাকে সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য শিক্ষকদের দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়েছেন। কলারোয়া থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এ ঘটনায় তিনি কয়েকটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন,অভিযোগ গুলো তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।